স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১৩

প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃমৃত্যু রোধ করুন

বিশেষ ক্রোড়পত্র — মঙ্গলবার, ২৮ মে, ২০১৩

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৪ জৈষ্ঠ ১৪২০
২৮ মে ২০১৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্বের সাথে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সুস্থ্য-সবল শিশু দেশের অমূল্য সম্পদ। সুস্থ্য-সবল শিশুর জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব একান্ত অপরিহার্য। এই বাস্তবতা অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭ সালে প্রথম বারের মতো 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সরকারের নানাবিধ কার্যকর কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের এ অগ্রগতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সঠিক পথে অবস্থান ও অর্জিত সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার লাভ করেছে যা আমাদের জন্য এক বিরল সম্মান। আমি আশা করি প্রত্যেক পরিবার প্রসূতি মায়ের যথাযথ যত্ন নেবেন এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু রোধে কার্যকর অবদান রাখবেন। আমি মনে করি দিবসটি পালনে এবারের প্রতিপাদ্য "প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃমৃত্যু রোধ করুন" যথার্থ হয়েছে।

সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাণী

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'প্রসূতি মায়েদের যত্ন নিন - মাতৃমৃত্যু রোধ করুন' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২৮ মে পালিত হচ্ছে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১৩। প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা তথা মাতৃমৃত্যু হ্রাসের লক্ষ্যে প্রতিপাদ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থবহ কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এ দিবসটির তাৎপর্য অপরিসীম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৯০ এর দশকেই মাতৃস্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মাতৃমৃত্যু কমানোর অন্যতম প্রধান উপায় নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা। তাই তিনি ১৯৯৭ সালে ২৮ মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' এর ঘোষণা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সে যুগান্তকারী ঘোষণা ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ বাস্তবমূখী কার্যক্রমের সুফল আজ জনগন পাচ্ছে এবং মাতৃমৃত্যু বাংলাদেশে কমে এসেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৪ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে), যার এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১৪৩। এমজিডি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকে আমরা দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের এ উদ্যোগ ও সাফল্য আজ সর্বত্র সমাদৃত ও প্রশংসিত, যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এমজিডি পুরস্কার এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্যে উন্নয়নে ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য 'সাউথ-সাউথ' পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, জনবল নিয়োগসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১২ হাজার ৫০০-এর বেশী কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর ব্যবস্থ্যা নেয়া হয়েছে। এসব ক্লিনিকের অনেকগুলোতেই স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় জনগনের সহযোগিতায় নিরাপদ প্রসব সম্পন্ন হচ্ছে প্রতিদিন। গত বছর নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য 'আপনজন' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে মোবাইল ফোনে প্রসূতি মায়েরা স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। প্রসূতিকালীন সময়ে অধিক ঝুঁকিতে থাকা মায়েদের চিহ্নিত করাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে জয় করে প্রত্যেক মায়ের কাছে সেবা পৌছে দিতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাই। এক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

আমি মনে করি, বর্তমান সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ও জনগনের অংশগ্রহণে আমরা মাতৃস্বাস্থ্য তথা সকল প্রসূতি মায়ের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো।

আমি 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১৩' এর সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'বার বার দরকার
শেখ হাসিনার সরকার'

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগগুলোর মধ্যে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' উদ্‌যাপন অন্যতম। প্রতি বছরের ন্যায় ২৮ মে এ বছরও সারাদেশে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য 'প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃমৃত্যু রোধ করুন' যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ ও গতিশীল নেতৃত্বে আমরা এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি। বাংলাদেশের এ সাফল্য আজ সর্বত্র প্রশংসিত ও সমাদৃত। আশা করি অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০১৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি লক্ষ্যমাত্র (৪ ও ৫) অর্জনে সক্ষম হবো।

গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী জটিলতা, অনিরাপদ প্রসব, পরিবারের অবহেলা ও অজ্ঞতা মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ। তাই 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' উদ্‌যাপন জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় সেবা কার্যক্রম আরও জোরদার করণে সহায়তা করবে।

প্রসূতি মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও সংস্থার সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৩' এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ২০১৩

সমগ্র বাংলাদেশে "প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃমৃত্যু রোধ করুন" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ পালিত হচ্ছে "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস", ২০১৩। মাতৃস্বাস্থ্য যে কোন দেশের স্বাস্থ্য সেবার একটি অন্যতম সূচক। মাতৃস্বাস্থ্যের গুরত্ব অনুধাবন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে ২৮ শে মে তারিখে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালনের ঘোষণা প্রদান করেন। মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুনগতমান বৃদ্ধি সম্পর্কে মা, পরিবার, স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ও নীতি নির্ধারকসহ সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সকলের অংশগ্রহণ ও অঙ্গীকার নিশ্চিত করাই এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নকল্পে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে, যার ফলশ্রুতিতে মাতৃমৃত্যু হার ৩২২/ প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে (২০০১) থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪তে (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) উপনীত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এমডিজি-৫ অর্জন করতে হলে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার ১৪৩ এ কমিয়ে আনতে হবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাসের বর্তমান অবস্থায়, বাংলাদেশ এমডিজি-৪ ও ৫ অর্জনের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পথে আছে এবং এ কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও তথ্য প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য ২০১১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "সাউথ সাউথ এওয়ার্ড" এ ভূষিত হয়েছেন।

মাতৃমৃত্যু হার অনেকাংশে কমে আসা সত্ত্বেও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মা অনাকাংখিত ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। দক্ষ প্রসবকারীর হাতে প্রসবের হার বেড়ে ৩২ শতাংশ হলেও এখনও শতকরা ৭১ ভাগ প্রসব অদক্ষ হাতে বাড়ীতে সংঘটিত হচ্ছে। এমডিজি-৫ অর্জনের একটি অন্যতম সূচক হচ্ছে দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার ২০১৫ সালের মধ্যে শতকরা ৫০-এ উন্নীত করা। প্রসব পূর্ব সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেলেও তা কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে আছে। নারীপ্রতি সন্তান জন্মদানের হার (টিএফআর) জাতীয়ভাবে কমে ২.৩ তে উপনীত হয়েছে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন সামগ্রী ব্যবহারের শতকরা হার (সিপিআর) ৬১ যা ২০১৬ সালের মধ্যে ৭২ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে এই দুটি সূচকের অর্জন জাতীয় অর্জনের চেয়ে কম। দুর্গম এলাকা যেমন চর, হাওর, উপকূল, পাহাড়ী এলাকা ও শহরের বস্তি এলাকা ও মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এই পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচী ও বিশেষ কৌশল হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (এইচপিএনএসডিপি ২০১১-২০১৬)তে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সরকার সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও ১৩২ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী সেবা কার্যক্রম চালু রেখেছে। ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এই সেবা অব্যাহত আছে। বেসরকারী পর্যায়েও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা কেন্দ্রে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী প্রসূতি সেবার মান উন্নয়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চিকিৎসকদের জরুরী প্রসুতি সেবা প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। বাড়ীতে প্রসব সেবা নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যেই ৭২১৯ জন মাঠকর্মীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১৫ সালের মধ্যে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সে ৩০০০ মিডওয়াইফ তৈরী কার্যক্রমও এগিয়ে চলেছে এবং ইতোমধ্যেই ৫৯৬ জন নার্স ৬ মাস মেয়াদী মিডওয়াইফারী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া হতদরিদ্র মায়েদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করতে ৫৩টি জেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করা হয়েছে। আরও ২০টি উপজেলায় ডিএসএফ কার্যক্রম চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পন্ন হয়েছে। চলমান স্বাস্থ্য সেক্টর কর্মসূচীতে আরো ১০০টি উপজেলায় ডিএসএফ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বাড়ীতে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরন ও খিচুনী প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমূহ সারাদেশে বিস্তৃত করার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য সেক্টর কর্মসূচীতে গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ বেশ কিছু এনজিও এই সব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করছে। চলমান উদ্যোগের পাশাপাশি মাতৃমৃত্যু দ্রুত রোধকল্পে জেলা ও প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালে জরুরী প্রসূতি সেবা, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো ও পদায়ন, দুর্গম এলাকায় কর্মরত চিকিৎসকদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান ও উচ্চ শিক্ষায় তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, স্থানীয় ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা একত্রে প্রদানে একটি নতুন দিগন্ত উম্মোচিত করেছে। গ্রামের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েরা এখন হাতের কাছেই সেবা পাচ্ছেন। জনগনের সক্রিয় সমর্থনে সিএসবিএ দ্বারা কিছু কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসব কার্যক্রম চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস" উদযাপনের অংশ হিসেবে আগামী ১৯ জুন, ২০১৩ জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য নির্বাচিত সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে মায়ের স্বাস্থ্য উন্নয়নসহ মাতৃমৃত্যু রোধে আবারও বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতি পুর্নব্যক্ত করেছেন। নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে সারা দেশে র‍্যালী, আলোচনা সভা, বিশেষ সেবা সপ্তাহ কার্যক্রমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, সরকারী অন্যান্য সমস্ত বিভাগ, স্থানীয় সরকার, এনজিও সহ সমাজের সবার সার্বিক অশংগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি এবং এর মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রতিটি মায়ের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত হবে যা প্রতিটি মায়ের অধিকার।

ডাঃ সৈয়দ আবু জাফর মোঃ মুসা
পরিচালক (পিএইচসি) ও
লাইন ডাইরেক্টর (এমএনসিএন্ডএএইচ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি এবং এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮ মে "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৩" উদযাপিত হচ্ছে। দিবসটির এ বারের প্রতিপাদ্য "প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন-মাতৃমৃত্যু রোধ করুন"।

বাংলাদেশে এখনও ৭১ ভাগ প্রসব বাড়ীতে হয় এবং এর অধিকাংশই অদক্ষ প্রসবকারী দ্বারা সম্পন্ন হয়, ফলে অধিক রক্তক্ষরণসহ নানা জটিলতায় অকালে মায়েদের মৃত্যু হয় (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪ জন)। নবজাতকের মৃত্যুর হারও (৩২/১০০ জীবিত জন্মে) সন্তোষজনক পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুস্থ্য, সবল ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের সেবার উন্নয়ন অপরিহার্য্য। বর্তমান সরকার এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম, গরীব গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম, সিএসবিএ কর্মসূচী, ইপিআই, আইএমসিআই সহ নানা কর্মসূচী জোরদার ও বাস্তবায়ন করছে। এ সব কর্মসূচী মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন তথা মৃত্যুরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আসুন, আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশের মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করি।

"নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৩" এর সকল কর্মসূচী সফল হোক।

অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ জৈষ্ঠ ১৪২০
২৮ মে ২০১৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২৮ মে ২০১৩ দেশব্যাপী 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃমৃত্যু রোধ করুন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ পূরণে বেশ এগিয়ে আছে। বর্তমান সরকার শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসে জরুরি প্রসূতি সেবা, মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়োগ প্রদান, গরীব ও দুঃস্থ মায়েদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, কমিউনিটি ভিত্তিক স্কিলড্ বার্থ এটেনডেন্ট, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, ইপিআইসহ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। আমাদের এ সাফল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এজন্য আমরা জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার ও 'সাউথ-সাউথ এ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছি।

আমি আশা করি, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল করতে সক্ষম হবো।

আমি 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১৩' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ ২৮ মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'। এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য "প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন - মাতৃমৃত্যু রোধ করুন" যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জনগনের স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও প্রসূতি সেবা বৃদ্ধিসহ মাতৃমৃত্যু রোধে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর উল্লেখযোগ্য হার হ্রাস পেয়েছে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যেই মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য (এমডিজি ৪ ও ৫) সম্পর্কিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

জাতিসংঘ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম চালু, মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ ও কমিউনিটি স্কিল্ড বার্থ এটেনডেন্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য প্রতি ৬০০০ জনগোষ্ঠির জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ যুগান্তকারী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

আমি মনে করি, চলমান সকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হ্রাসের এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

"নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৩" সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

বাণী

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সারা দেশে ২৮ মে "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৩" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন। একজন নারী তার ইচ্ছামত সময়ে ও ব্যবধানে গর্ভধারণ করার অধিকার এবং গর্ভধারন করার পর গর্ভকালীন সেবা ও জটিলতার চিকিৎসা পাবার অধিকার, নিরাপদ প্রসবসেবা ও প্রসব পরবর্তী সেবা পাবার অধিকার রাখেন। বর্তমান সরকার মাতৃত্বের অধিকার রক্ষা ও নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশের মাতৃস্বাস্থ্যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে ও দেশের প্রতিটি বিভাগে এ অর্জন সমান নয়। স্বাস্থ্যসেবা এখন গ্রামীণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে গেছে। এখনো শতকরা ৭১ জন মা বাড়ীতে প্রসব করে থাকেন। অদক্ষ প্রসবসেবা সহকারী দিয়ে প্রসব করাতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তপাত সহ অন্যান্য জটিলতার কারণে অনেক মা মারা যান। অল্প বয়সে বিয়ে ও সন্তান ধারণ রোধসহ, পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণ এবং প্রসূতি মায়েদের যত্ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

প্রসবকালে নারীদের দক্ষ স্বাস্থসেবা ও যত্ন পাবার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসূতি নারীরা যেসব কারনে মারা যান, সকল পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। তাই জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করার জন্য এ বছরের নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃ-মৃত্যু রোধ করুন" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ১৪৩ জনে নামিয়ে আনতে হলে সরকারের সাথে বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগীদের একসাথে কাজ করতে হবে এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা যদি নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে প্রসূতিকে সুস্থ রাখতে সচেষ্ট হতে পারি তাহলে মা ও শিশু উভয়েই সুস্থ থাকবে এবং গড়ে উঠবে একটি সুস্থ জাতি।

আমি ২০১৩ সালের নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

১৪.৫.১৩

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন

বাণী

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

২৮ শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস। বাংলাদেশে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষায় গণসচেতনতা গড়ে তুলতে ১৯৯৭ সাল থেকে সরকারী পর্যায়ে এ দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "প্রসূতি মায়ের যত্ন নিন, মাতৃ-মৃত্যু রোধ করুন"।

নিরাপদ মাতৃত্ব হচ্ছে এমন একটা পরিবেশ/অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে একজন নারী তাঁর নিজ সিদ্ধান্তে গর্ভবতী হওয়ার পর গর্ভ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সেবা নিশ্চিত ভাবে পেতে পারেন। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গর্ভকালীন, প্রসব, গর্ভোত্তর সেবা সহ জরুরী প্রসূতি সেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং পাশাপাশি সেবা গ্রহণে মায়েদেরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

বর্তমান সরকার মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারন প্রসব পরবর্তী অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ জনিত মাতৃমৃত্যু রোধ করবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হাসপাতালে প্রসবের ক্ষেত্রে প্রসবের তৃতীয় ধাপে সক্রিয় ব্যবস্থাপনা এবং বাড়ীতে প্রসবের ক্ষেত্রে গর্ভবতীকে মিসোপ্রোস্টল ট্যাবলেট বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গর্ভপাতজনিত মৃত্যু রোধ করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা নিরাপদ এম আর সেবা প্রদান সহ অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধকল্পে নাম মাত্র মূল্যে জরুরী গর্ভনিরোধ বড়ি বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০১০ সালের Bangladesh Maternal Mortality Survey তে দেখা গেছে মাতৃমৃত্যুর শতকরা ২৪ ভাগ কমেছে TRF কমার কারণে অর্থাৎ সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ফলে। বর্তমানে ক্যাফেট্যারিয়া এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী সব ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিনামূল্যে বা নাম মাত্র মূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং কোন কোন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য গ্রহীতাকে যাতায়াত ভাড়া বা দৈনিক মজুরীর ভর্তুকি দেয়া হয়ে থাকে। মানসম্মত সেবা প্রদান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী অব্যাহত সরবরাহই আমাদের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে মহিলাদের পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি পুরুষদের ও বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এর পাশাপাশি কম বয়সে বিয়ে এবং সন্তান ধারন নিরুৎসাহিত করবার জন্য জোর প্রচারনা চালানো হচ্ছে।

নারীর গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানের প্রক্রিয়াটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অথচ পারিবারিক অসচেতনতা, দারিদ্র, অশিক্ষা ও সর্বোপরি নারীর প্রতি পরিবারের পুরুষদের অবহেলার কারণে নারীরা যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। গর্ভধারণের সময় স্ত্রীর শারিরীক ও মানসিক সুস্থতার জন্য সবার আগে প্রয়োজন তাঁর স্বামীর সহযোগিতা। নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকারও যে নারীর অধিকার সেটা আজও তেমন করে ভাবা হয় না। মায়েরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর স্বামী বা শাশুড়ির ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। প্রতিটি পরিবারে প্রসূতির স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান হতে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করাতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে। এ দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, জনগণেরও। সবাই মিলে কাজ করলে আমরা অবশ্যই নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মাতৃমৃত্যু কমিয়ে আনতে পারবো।

এ, কে, এম আমির হোসেন

UNFPA

Message

Today, we are commemorating **Safe Motherhood Day** — Even today, more than 20 expecting women in Bangladesh die of pregnancy- or delivery-related complications that are entirely preventable.

Isn't it time that we make women's health and that of their babies our highest priority? That we make available the services they need to go through their pregnancies safely? How is it that of all health indicators, maternal mortality shows the widest gap between rich and poor, both within and among countries?

When a woman dies due to pregnancy-related complications, the chance of survival of her newborn is also drastically reduced. A woman's death is more than a personal tragedy; it represents an enormous cost to her family, her community, and the nation at large. To protect against such loss, we have to ensure that every pregnant woman in Bangladesh receives the care she needs to be safe and healthy throughout her pregnancy. One simply cannot predict the outcome of a pregnancy And because of this uncertainty, it is critical that every pregnant woman has access to a skilled health provider with midwifery skills, be it a community skilled birth attendant, a midwife or a nurse.

We all know that saving a pregnant woman's life is imperative in its own right. No woman should die while giving life. it also has enormous socio-economic ramifications. We know that we will not make poverty history until we end maternal mortality. And we know what works and what needs to be done. In short, a three-pronged strategy is key to the accomplishment of that goal:

- All women should have access to reproductive health services, including to voluntary family planning to reduce unintended and high-risk pregnancies;
- All pregnant women should have access to skilled care at the time of birth;
- All those with pregnancy-related complications should have timely access to quality emergency obstetric care.

Safe motherhood is never forgotten, until the day that we no longer have to commemorate Safe Motherhood Day, because mothers are well looked after to go through their pregnancies and deliveries safely. But until that day arrives, UNFPA will support safe motherhood initiatives in countries the world over including Bangladesh. We will seek to make motherhood as safe as possible by calling attention to health systems that are failing to meet the needs of women during what should be a joyous time of pregnancy and childbirth!

Arhur Erken
UNFPA Representative, Bangladesh

unicef

Message

UNICEF welcomes the observation of Safe Motherhood Day 2013 in Bangladesh. The country has witnessed commendable strides in decreasing maternal mortality. Concerted efforts have helped to reduce maternal mortality by 40 per cent between 2001 and 2010. Deliveries by skilled attendants have also increased from 12 per cent in 2000 to 32 per cent in 2011. It is noteworthy that 29 per cent of deliveries by skilled attendants have occurred at a health facility. The country is encouragingly on track to achieve Millennium Development Goal (MDG) 5.

However, amid this success, Bangladesh is still losing 20 mothers a day and huge inequity prevails across quintiles. For example, delivery by skilled birth attendants is only 11.5 per cent amongst the lowest quintile, but 63.8 per cent among the richest quintiles. Disparity has also been reported between different administrative divisions - postnatal check-ups within two days of delivery from medically trained staff is only 18.8 per cent in Sylhet Division and 42 per cent in Khulna Division. This calls for urgent attention from the Government and development partners to further reduce the current maternal mortality ratio of 194 per 100,000 live births to 143 by 2015.

Quality round-the-clock Emergency Obstetric and Newborn Care is necessary in designated health facilities for saving maternal and newborn lives. Obstetric danger signs should be identified quickly and provision for emergency referral and prompt treatment in health facilities should be in place.

UNICEF has been supporting the Government of Bangladesh to enhance Emergency Obstetric Care by improving public health facilities, strengthening web based information management systems and improving interventions on maternal and neonatal health. With donor support, UNICEF has been working closely with the Government, other United Nations (UN) agencies and non-governmental organisations to strengthen community and facility based maternal, newborn and child health services in 30 districts.

UNICEF follows a rights based and holistic approach to help improve the lives of women and children, supporting health, nutrition, water and sanitation, education and child protection programmes through the Government and other partners. Envisioning the removal of key bottlenecks in service delivery, UNICEF has introduced a systematic analysis of problems to identify and implement appropriate evidence based strategies. UNICEF zone offices with specialist staff in health, nutrition and other sectors are on the ground monitoring programmes. To achieve the MDGs with equity, UNICEF and other UN agencies will work in the 20 low performing districts to achieve better results for children and women.

We congratulate everyone who has worked tirelessly to organize Safe Motherhood Day 2013 at national and subnational levels. UNICEF is committed to work with the Government and development partners for improving maternal, neonatal and child survival interventions to bring positive impact on the lives of thousands of women, children and their families in Bangladesh on its journey to achieve MDG 4 & 5 with equity.

Pascal Villeneuve
Representative, UNICEF Bangladesh

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

Message

Worldwide, 1000 women die everyday due to complications related to pregnancy or childbirth. In Bangladesh, an estimated 7,300 women die every year due to pregnancy related causes including infection, haemorrhage and eclampsia. However, significant progress has been made towards improving the health of mothers and children. The 2010 Bangladesh Maternal Mortality Survey has shown the maternal mortality ratio (MMR) declining from 322 deaths per 100,000 live births in 2001 to 194 per 100,000 live births in 2010.

WHO acknowledges that `it is the right of every mother and newborn child to survive pregnancy and childbirth'. In Bangladesh, midwifery and emergency obstetric care (EmOC) services are provided-, detection and appropriate referral of obstetric compilations for timely access to appropriate care are implemented; and training of community based skilled birth attendants to support safe home deliveries is undertaken.

Recognizing the unmet and growing need for professional midwives in Bangladesh, the Honourable Prime Minister committed to the training of 3000 midwives by 2015. Subsequently, the Government of Bangladesh, with support from WHO, initiated a 6-month competency-based advanced education programme for existing Registered Nurse-midwives in 2010 and a 3 year direct entry Diploma in Midwifery programme. These programmes have been developed to meet international standards.

To date a total of 596 Registered Nurse-midwives have graduated from this 6-month programme and are now Certified Midwives. The number of midwives is expected to increase with graduates from this year's 6-month programme and the Diploma in Midwifery programme which started in December 2012 in 20 centres across Bangladesh with an enrolment of 525 students. These midwives will be able to address the three pillars of reducing maternal deaths which includes the promotion of family planning, ensuring skilled attendance at birth and the availability of EmOC services. Therefore, though still small in numbers, these midwives represent an important step towards ensuring that every mother and newborn child survives pregnancy and childbirth.

WHO assures its continued support and commitment to collaborating closely with the Government and partners to ensure all women in Bangladesh attain their right to Safe Motherhood.

Dr Thushara Fernando
WHO Representative to Bangladesh

UNFPA unicef World Health Organization Country Office for Bangladesh